দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৩ .....

এসএসসি পরীক্ষার ফল

দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল গত রবিবার প্রকাশ করা হয়েছে। পাসের গড় হার শতকরা ৪৬ দশমিক ০৪ ভাগ। পাঁচটি বোর্ডে এবার মোট তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৮শ' ৯৮ জন। এদের মধ্যে ৭ লাখ ২২ হাজার ৩শ' জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৪শ' ৩৫ জন। এদের মধ্যে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৫শ' ৭৯ জন প্রথম বিভাগে, ১ লাখ ৯০ হাজার ১শ' ৬২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ হাজার ৬শ' ৯৪ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে এবার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাসের হার ৫১ দশমিক ১৭, কুমিল্লা বোর্ডে ৫২ দশমিক ৮৭, রাজশাহী বোর্ডে ৪৮ দশমিক ৩২, যশোর বোর্ডে ৪৪ দশমিক ৬৩ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৩৩ দশমিক ২৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, এ বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন ও পুরাতন এই দুই সিলেবাসে পৃথক প্রশ্নে।

যে সকল ছাত্র জীবনের প্রথম এই গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের প্রতিও জানাই আন্তরিক সহানুভূতি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা পুরোপুরিভাবে মেধার মূল্যায়ন হয় না। তাই যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা সকলেই যে খারাপ ছাত্র, একথা বলা যাবে না। পড়াশুনার সুযোগ, পরিবেশ, বিদ্যালয়ের মান, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়নে ইনসাফ ইত্যাদি অনেক কিছুই পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে নির্ভর করে। দেশে স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে এর তারতম্য এখনো আকাশ-পাতাল। তাই অর্ধেকেরও বেশী অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর ব্যর্থতা কতটুকু সঠিকভাবে তা নিরূপণ করা সত্যিই কঠিন। যে সকল ছাত্র অকৃতকার্য হয়েছে তাদের গার্জিয়ানরা তাদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছে, খরচ যুগিয়েছে, তারাও যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তবু এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রের অকৃতকার্যতা কেন, তা ভাববার প্রয়োজন আছে। মেধার তারতম্যগত কারণ ছাড়াও অন্য যেসব কারণে এই ব্যর্থতা আসে, তা চিহ্নিত করে বিদূরিত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশার্থে পত্রিকায় দেয়া হত। কিন্তু তা এখন আর দেয়া হচ্ছে না। ফলাফল পেশ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সৌজন্য হিসাবে এটা প্রশংসার্হ। কিন্তু যে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষারত, ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের তা পত্রিকা মাধ্যমে জানবার অধিকার থেকে কোন্ যুক্তিতে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করা না হলে অবোধগম্য নয়। ত্রুটিপূর্ণ কম্পিউটার ব্যবস্থা, অনভিজ্ঞ অপারেটর, সমন্বয়ে ব্যর্থতা ইত্যাদি মিলিয়ে বিগত সময়ে পরীক্ষার্থী বহুসংখ্যক ছাত্রের ভাগ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, তাদের জীবনের যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তা কিভাবে পূরণ হবে, তা আমরা জানি না। এ বছরের ফলাফলেও এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি-না তা এই মুহূর্তেই বলা সম্ভব নয়। আমরা আশা করতে চাই, আর যেন সে ধরনের কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। আর যেন কর্তৃপক্ষীয় গাফিলতির কারণে কোন ছাত্রের আত্মহত্যা করতে না হয়, পাগল হয়ে যেতে না হয় বা পড়াশুনার ছেদ না ঘটে। পত্রিকার সাথে যখন রাখ-ঢাক ব্যবহার চলে, তখনই সন্দেহের সৃষ্টি করে। এ ধরনের সন্দেহের উর্ধ্বে ওঠার জন্য সকল মহলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

পরীক্ষার ফলাফলের পরেই আসবে ভর্তি হওয়ার পালা এবং অনিবার্যভাবে দেখা দেবে ব্যাপক সমস্যা। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী। কৃতকার্য অনেকের জন্যই হয়ত রুদ্ধ হয়ে যাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার। হবে মেধার অপচয়। এই পরিণতি কিভাবে এড়ানো যাবে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে। মেধা বিকাশের সুযোগ সঙ্কুচিত না হোক, মেধার অপচয় না ঘটুক, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সকলে লাভ করুক, সেই পরিবেশ সৃষ্টি হোক, আমরা একান্তভাবে তাই কামনা করি।